রসূলের স. যুগে
নারী স্বাধীনতা

(৪র্থ খন্ড)

আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বি.আই.আই.টি)

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

চতুর্থ খণ্ড

تحرير المرأة في عصر الرسالة

الجزء الرابع

কুরআনুল করিম এবং সহী বুখারী ও সহী মুসলিমের সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে
নারী সমস্যার বিস্তারিত ও বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনা

আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ

অনুবাদ
ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী

সম্পাদনা
আবদুল মান্নান তালিব
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

প্রকাশকের কথা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নরূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্ব সংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রে অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফুট। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি *'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা'* বইটি থেকে সংশ্লিষ্ট পাঠক ও চলমান নারী আন্দোলন দিক-নির্দেশনা পাবে। এই বইটি প্রখ্যাত লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ রচিত *'তাহ্‌রীরুল মার্‌আ ফী আসরির রিসালাহ'* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। এ গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বইটির মুদ্রণ কাজ বিলম্বিত হয়েছে এবং এজন্য কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

এ বইটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে মাওলানা হাসান রহমতী, মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামসহ সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ হাফেজ।

এম জহুরুল ইসলাম
এফসিএ
নির্বাহী পরিচালক
বি আই আই টি

সূচি

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

চতুর্থ খণ্ডের নাম মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা রাখা হয়নি কেন? ২৫
নারীর পোশাকে শরীয়তের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য ৩১
পোশাকের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য ৩৬
নারীর পোশাকের জন্য শরীয়ত কি কোনো রং ও আকৃতি নির্দিষ্ট করেছে? ৩৭
গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় নারীর পোশাকের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত ৩৯
প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৪১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

প্রথম শর্ত ঃ মুসলিম নারীর পোশাক হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও গোড়ালিসহ পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা ৪৫
পবিত্র কুরআনের আলোকে নারীর দেহে সতরের সীমা ৪৫

প্রথম সীমা : সূরা আল আহযাব থেকে
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য বিশেষ পর্দা ৪৫

দ্বিতীয় সীমা : সূরা আল আহযাব থেকে
স্বাধীন নারীদের পর্দা দাসীদের থেকে পৃথক হওয়া অপরিহার্য ৪৬
তাফসীরের কিতাবসমূহে এ আয়াতের যে আলোচনা এসেছে ৪৬
চাদর ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ ওয়াজিব না মুসতাহাব ৫৯

তৃতীয় সীমা : সূরা নূর থেকে
গায়ের মাহরাম পুরুষদের সামনে মেয়েদের সৌন্দর্য প্রকাশ করার সীমা ৫৯
তাফসীরের কিতাবের আলোকে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা ৫৯

চতুর্থ সীমা ঃ সূরা নূর থেকে
ওড়না দিয়ে ঘাড় ও বুক ঢেকে রাখার জন্য মেয়েদের প্রতি নির্দেশ ৭১

পঞ্চম সীমা ঃ সূরা নূর থেকে
নারী গোপন সৌন্দর্য কাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবে ৭৩

ষষ্ঠ সীমা : সূরা নূর থেকে
পায়ের গোছার সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখা ৭৭
পা প্রকাশ করা সম্পর্কে হাদীসের দলিল ৭৮
পা ঢেকে রাখার প্রতি হাদীসের ইঙ্গিত ৮০

মেয়েদের পোশাকের লম্বা ঝুল সম্পর্কিত হাদীসগুলো কি
শুধু রসূল স.-এর স্ত্রীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? ৮২
পূর্বতন ফকীহদের মতামত ৮৪
সপ্তম সীমা : সূরা নূর থেকে
বৃদ্ধা মহিলাদের পোশাকের কিঞ্চিৎ খুলে রাখার শিথিলতার অনুমোদন ৮৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৮৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুসলিম
সমাজের মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার প্রাধান্য ছিল ৯৫
প্রথমত : কুরআনে উল্লিখিত দলিলসমূহ ও হাদীসে এর বর্ণনা ৯৫
পবিত্র কুরআনের প্রথম দলিল এবং হাদীসে এর বর্ণনা ৯৫
পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় দলিল ও কুরআন সুন্নাহ থেকে এর ব্যাখ্যা ৯৮
পবিত্র কুরআনের তৃতীয় দলিল ও হাদীসের ব্যাখ্যা ৯৯
দ্বিতীয়ত : পবিত্র সুন্নাহের দলিল ১০১
সুন্নাতের প্রথম দলিল
সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সিজদা করা-তন্মধ্যে কপাল ও নাক ১০১
সুন্নাতের দ্বিতীয় দলিল
বিবাহের প্রস্তাবকারীকে প্রস্তাবকারিণীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার নির্দেশ ১০২
সুন্নাতের তৃতীয় দলিল
শোক পালনকারী নারীর জন্য সাজসজ্জা করা হারাম ১০৩
সুন্নাতের চতুর্থ দলিল
উম্মাহাতুল মুমেনীনগণ তাদের মুখ ঢেকে রাখবে, স্বাধীন নারীরা তাদের
মুখ খোলা রাখবে এবং দাসীরা তাদের মুখ ও মাথা খোলা রাখবে ১০৫
সুন্নাতের পঞ্চম দলিল
ফজরের নামাযে মুমিন নারীরা মুখ খোলা রেখে বের হতেন ১০৬
সুন্নাতের ষষ্ঠ দলিল
অলির এতিম মেয়ে বিয়ে করার বিধান ১০৭
সুন্নাতের সপ্তম দলিল
বালেগা নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অনুমতি ১০৭
তৃতীয়ত : উল্লিখিত নসসমূহ ১০৮
প্রথম প্রমাণ ১০৯
হিজাব ফরয হওয়ার পর উম্মুহাতুল মুমেনীনদের মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক ছিল ১১১
দ্বিতীয় প্রমাণ
উল্লিখিত সকল 'নস' থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুমিন নারীরা
চেহারা খোলা রাখতেন ১১৩

উম্মুহাতুল মুমেনীনদের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার পূর্ব থেকেই
সম্মানিত মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের মুখ খোলা রাখতেন ১১৪
হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে উম্মুহাতুল মুমিনীনদের অবস্থা ১১৫
উম্মুহাতুল মুমিনীনদের ওপর হিজাব ফরয হওয়ার পরও সম্মানিতা
মহিলা সাহাবীগণ তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখতেন ১১৮
সাধারণ মুমিন মহিলাগণ উম্মুল মুমেনীনের ওপর হিজাব ফরয
হওয়ার পর তাদের চেহারা খোলা রাখতেন ১২২
তৃতীয় প্রমাণ
কোন কোন মহিলার চেহারা ঢেকে রাখার বিষয় ১৩৩
চতুর্থ প্রমাণ
মেয়েদের গায়ের রং ও সৌন্দর্যের বর্ণনা ও অস্পষ্ট নামের
মেয়েদের সাথে সম্পর্কিত প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা ১৩৬
পঞ্চম প্রমাণ
মহিলাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে
উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে ১৩৮
চতুর্থত : ফিকাহবিদদের কথা প্রমাণ করে যে, মেয়েদের চেহারা
খোলা রাখার অধিক প্রচলন ছিল ১৩৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৪১

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার বিষয়টি শরীয়তসম্মত হওয়ার অতিরিক্ত প্রমাণ ১৫১
প্রসঙ্গ কথা
মুবাহ সম্পর্কে 'নস' বা দলিল পেশ করা বড়ই কঠিন কাজ ১৫১
মহিলাদের চেহারা খোলা রাখা জায়েয হওয়ার কিছু নিদর্শন ১৫৫
প্রথম নিদর্শন
চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট কোনো দলিল নেই ১৫৫
দ্বিতীয় নির্দশন
চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব হলে তা প্রসার লাভ করতো ১৫৭
তৃতীয় নিদর্শন
চেহারা খোলা রাখা মানুষের স্বভাব ১৬০
চতুর্থ নিদর্শন
দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদ চেহারা খোলা রাখতে বাধ্য করে ১৬১
১. মুখমণ্ডল খোলা রাখা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অবস্থা জানতে সহায়তা করে ১৬১
২. চেহারা খোলা রাখার ফলে আত্মীয়-স্বজন ও রক্তের
সম্পর্কীয়দের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে ১৬৩
৩. মুখমণ্ডল খোলা রাখা নারীকে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে ১৬৫

৪. চেহারা খোলা রাখা নারীকে সামাজিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে সাহায্য করে থাকে ১৬৬
৫. মুখমণ্ডল খোলা রাখা সামাজিক নিরাপত্তাকে সাহায্য করে ১৬৬
৬. মুখমণ্ডল খোলা রাখার প্রচলন ফিতনার তীব্রতা হ্রাস করে ১৬৭
৭. চেহারা খোলা নারীকে লজ্জাবতী হতে ও দৃষ্টি অবনত করতে সাহায্য করে ১৬৭
৮. চেহারা খোলা রাখা মানসিক সুস্থতাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে ১৬৮
পঞ্চম নিদর্শন
মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা কঠিন এবং খোলা রাখা সহজ ১৬৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৭১

পঞ্চম অনুচ্ছেদ
নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতার ক্ষেত্রে অতীতের ফকীহদের ঐকমত্য ১৭৭
প্রথমত : বিভিন্ন মাযহাবের কিতাবগুলো থেকে উল্লেখ করা হলো ১৭৭
হানাফী মাযহাব ১৭৭
মালেকী মাযহাব ১৭৭
শাফেয়ী মাযহাব ১৮০
হাম্বলী মাযহাব ১৮১
যাহেরী মাযহাব ১৮১
দ্বিতীয়ত : বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহদের বক্তব্য ১৮২
তৃতীয়ত : কোন কোন ফকীহের মত ১৮৩
মুখমণ্ডল সতর না হওয়ার ব্যাপারে পূর্বতন ফকীহগণ একমত ১৮৫
সামান্য ব্যতিক্রমী কথা দ্বারা কি পূর্বতন
ফকীহদের মতৈক্য বাতিল হতে পারে? ১৮৭
পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্য সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৯
হাম্বলী মাযহাবের পরিচিতি ১৮৯
প্রথম অবস্থান
পূর্বতন ফকীহদের সাথে হাম্বলী মাযহাবের ঐকমত্য ১৯৪
দ্বিতীয় অবস্থান
হাম্বলী ফকীহগণ পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্যের বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করেন ১৯৫
তৃতীয় অবস্থান
হাম্বলী ফকীহদের উল্লিখিত ফিকহী ভুল পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্যের বিপরীত ১৯৬
চতুর্থ অবস্থান
হাম্বলী ফকীহগণ পূর্বতন ফকীহদের ঐকমত্য খণ্ডন করার জন্য
প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করেছেন ১৯৯
নারীর চেহারা খোলা রাখার বিধান সম্পর্কে পরবর্তী কালের ফকীহদের ঐকমত্য ২০৯
সারকথা ২১১
পঞ্চম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২১৩

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

জাহেলী ও ইসলামী যুগে নিকাব ২১৯
জাহেলী যুগে নিকাব ২১৯
ইসলামী শরীয়তে নিকাব ২২৩
ইহরামের সময় নিকাব নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ ২২৩
মুসলমানদের ইতিহাসে নিকাবের প্রচলন ২২৬
প্রথমত : হিজাব ফরয হওয়ার পর রসূল স.-এর স্ত্রীগণের নিকাব পরিধান ও তার প্রমাণ ২২৭
দ্বিতীয়ত : কোন কোন নারীর নিকাব পরার প্রমাণ ২২৮
তৃতীয়ত : কোন কোন সময় নিকাব খুলে ফেলার প্রমাণ ২২৯
নিকাবের পর্যালোচনা ২৩১
প্রথম পর্যালোচনা : নিকাব পোশাকের একটা ধরন বা মডেল ২৩১
দ্বিতীয় পর্যালোচনা : শরীয়ত নারীদের প্রতি অতি দয়া করেছে ২৩২
তৃতীয় পর্যালোচনা : অন্ধ অনুকরণ থেকে আমাদের কি মুক্তির সময় এসেছে? ২৩৩
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৩৪

সপ্তম অনুচ্ছেদ

ইহরামে নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব ২৩৯
চার মাযহাবের বক্তব্য ২৩৯
মূল কথা ২৪২
ইবনে হাযমের বক্তব্য ২৪৪
সপ্তম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৪৭

অষ্টম অনুচ্ছেদ

দ্বিতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও সৌন্দর্য এ ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি, পা ও পোশাকের সৌন্দর্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা ২৫১
ভূমিকা ২৫১
দ্বিতীয় শর্তের জন্য সাধারণ দলিল ২৫৫
প্রথমত : মুখমণ্ডলের সাজসজ্জা ২৫৬
দ্বিতীয়ত : হাতের কব্জির সাজসজ্জা ২৫৯
তৃতীয়ত : পায়ের সাজসজ্জা ২৬০
চতুর্থত : পোশাকের সৌন্দর্য ২৬০
বিভিন্ন প্রকার 'নস'-এ বর্ণিত সৌন্দর্যের পর্যালোচনা ২৬২
নারীর সাজসজ্জা সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসা ২৬২

মহিলাদের স্বাভাবিক সাজসজ্জা সম্পর্কে ফকীহদের বক্তব্য ২৬৮
অষ্টম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৭১

নবম অনুচ্ছেদ
তৃতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সাজসজ্জা মুসলিম সমাজের নিকট পরিচিত হতে হবে ২৭৭
চতুর্থ শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক সামগ্রিকভাবে পুরুষের পোশাকের বিপরীত হতে হবে ২৭৭
পঞ্চম শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সৌন্দর্য সামগ্রিকভাবে কাফের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে ২৭৯
নবম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৮০

দশম অনুচ্ছেদ
মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিপক্ষের বক্তাদের সাথে আলোচনা ২৮৩
আমাদের জবাবের প্রথম কয়েকটি দিক ২৮৩
আমাদের জবাবের দ্বিতীয় কয়েকটি দিক ২৮৫
আমাদের জবাবের তৃতীয় কয়েকটি দিক ২৮৫
আমাদের জবাবের চতুর্থ দিকসমূহ ২৮৯
আমাদের জবাবের পঞ্চম কয়েকটি দিক ২৯০
আমাদের জবাবের ষষ্ঠ কয়েকটি দিক ২৯২
আমাদের জবাবের সপ্তম কয়েকটি দিক ২৯৩
আমাদের জবাবের অষ্টম কয়েকটি দিক ২৯৫
আমাদের জবাবের নবম কয়েকটি দিক ২৯৫
আমাদের জবাবের দশম কয়েকটি দিক ২৯৭
আমাদের জবাবের আরও কয়েকটি দিক ২৯৭
গায়ের মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য ও আমাদের জবাব ২৯৮
পায়ের শব্দ ও নূপুরের শব্দ অধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী, না কি চেহারা? এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাবের কয়েকটি দিক ২৯৯
চেহারা সতরের অংশ না হয়ে পায়ের নলা ও গোছা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কেন? এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাবের বিভিন্ন দিক ২৯৯
চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব, ফিতনার পথ বন্ধ ও নিরাপত্তার জন্য এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব ৩০০
ইহরাম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও রসূল স. নারীদেরকে কাপড়ের আঁচল দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেননি, তার কয়েকটি প্রমাণ ৩০৪

পুরুষরা নারীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশিত
এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ৩০৫
চেহারা ঢেকে রাখা সম্পূর্ণ ও অকাট্যভাবে যৌন আকর্ষণের দৃষ্টির প্রতিষেধক
এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ৩১০
সাবালিকা নারীর দু'টি অঙ্গ ছাড়া অন্যকিছু দেখা ঠিক নয়
এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ৩১১
স্বাধীন নারীর চেহারা ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য ৩১১
চেহারা ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজারের বক্তব্য ও আমাদের জবাব ৩১২
সাহাবীদের যুগে নারীরা তাদের চেহারা ঢেকে রাখতেন
এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব ৩১৩
দশম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩১৫

একাদশ অনুচ্ছেদ

চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আলোচনা ৩২১
নিকাবকে মুস্তাহাব ও লজ্জা হিসেবে গণ্য করা সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২১
চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২২
চেহারা ঢেকে রাখাকে তাকওয়া হিসেবে গণ্য করা এ সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২৩
নিকাব পরা একটি ভাল কাজ : এ সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২৪
নিকাব শরীয়তের একটি বিধান : এ সম্পর্কে আমাদের জবাব ৩২৫
চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আপত্তিকারীদের বক্তব্য
এবং তাদের উদ্দেশে আমাদের আরও কিছু কথা ৩২৫
চেহারা খোলা রাখার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্যের পর্যালোচনা ৩২৬
সকলের জন্য আকর্ষণীয় কথা ৩২৯
একাদশ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৩৩১

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

চতুর্থ খণ্ড

تحرير المرأة في عصر الرسالة

الجزء الرابع

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

❑ চতুর্থ খণ্ডের নাম মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা রাখা হয়নি কেন?

❑ নারীর পোশাকে শরীয়তের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য

❑ পোশাকের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য

❑ গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় নারীর পোশাকের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

❑ প্রথম শর্ত ঃ মুসলিম নারীর পোশাক হচ্ছে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও গোড়ালিসহ পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

❑ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুসলিম সমাজের মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার প্রাধান্য ছিল

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

❑ মেয়েদের চেহারা খোলা রাখার বিষয়টি শরীয়তসম্মত হওয়ার অতিরিক্ত প্রমাণ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

❑ নারীর চেহারা খোলা রাখার বৈধতার ক্ষেত্রে অতীতের ফকীহদের ঐকমত্য

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

❑ জাহেলী ও ইসলামী যুগে নিকাব

সপ্তম অনুচ্ছেদ

❑ ইহরামে নারীর চেহারা খোলা রাখা ওয়াজিব

অষ্টম অনুচ্ছেদ

❑ দ্বিতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও সৌন্দর্য

এ ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি, পা ও পোশাকের সৌন্দর্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা

নবম অনুচ্ছেদ

❑ তৃতীয় শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সাজসজ্জা মুসলিম সমাজের নিকট পরিচিত হতে হবে

❑ চতুর্থ শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক সামগ্রিকভাবে পুরুষের পোশাকের বিপরীত হতে হবে

❑ পঞ্চম শর্ত : মুসলিম নারীর পোশাক ও তার সৌন্দর্য সামগ্রিকভাবে কাফের নারীদের থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে

দশম অনুচ্ছেদ

❑ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিপক্ষের বক্তাদের সাথে আলোচনা

একাদশ অনুচ্ছেদ

❑ চেহারা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব হওয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আলোচনা

প্রথম অনুচ্ছেদ

- চতুর্থ খণ্ডের নাম মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা রাখা হয়নি কেন?
- নারীর পোশাকে শরীয়তের শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য
- নারীর পোশাকের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত রহস্য
- গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে সাক্ষাতের সময় নারীর পোশাকের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত

চতুর্থ খণ্ডের নাম মুসলিম নারীর হিজাব বা পর্দা রাখা হয়নি কেন?

গ্রন্থের এ খণ্ডে ঘরের ভেতরে অথবা বাইরে গায়ের মাহরাম লোকদের সামনে মুসলিম নারীর পোশাক ও সাজসজ্জা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের লেখকদের, এমন কি সাধারণ মানুষের কাছেও শরীয়তের পোশাকের নামে হিজাব' একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই সংগে 'পর্দা-আবৃত' শব্দটির ব্যবহার এই ধরনের পোশাক-পরিহিতা মহিলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। সত্য কথা হলো, এ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি, যেভাবে তারা বলে থাকে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের 'হিজাব' শব্দের পারিভাষিক অর্থ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকার নানাবিধ কারণ ছিল।

ক. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'আল হিজাব' (الحجاب) শব্দের অর্থের ব্যবহার মুহাদ্দিসগণের পরিভাষার বিপরীত

মহান আল্লাহ বলেন :

«ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم انّ لعنة الله على الظالمين - الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة كافرون - وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم»

অর্থাৎ 'জান্নাতবাসীরা দোযখবাসীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছেন তোমরা কি তা সত্য পেয়েছো? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর ঘোষণাকারী তাদেরকে বলবে, অত্যাচারীদের ওপর আল্লাহর লা'নত, যারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো এবং বক্রতা অনুসন্ধান করতো, তারাই পরকাল অস্বীকারকারী। উভয়ের মধ্যে হিজাব বা পর্দা থাকবে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনতে পারবে।' (আল আ'রাফ ঃ ৪৪-৪৬)

«اذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال انى احببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب.»

'অপরাহ্নে যখন তার সম্মুখে খুব শিক্ষিত সুসজ্জিত দ্রুতগামী ঘোড়া উপস্থিত করা হলো, তখন সে বললো, আমি তো আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, এদিকে সূর্য অস্তমিত (হিজাবাবৃত) হয়ে গেল।' (সাদ ঃ ৩১-৩২)

«وقالوا قلوبنا فى اكنة مما تدعولنا اليه وفى اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون»

'তারা বললো, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, কর্ণে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে অন্তরাল (হিজাব)। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করি।' (ফুস্‌সিলাত ঃ ৫)

«وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اِن يُكَلِّمَه اللّهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ»

'ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার (হিজাব) অন্তরাল ব্যতিরেকে কোনো মানুষের সাথে কথা বলার নিয়ম আল্লাহর নেই।' (সূরা শূরা ঃ ৫১)

«وَاِذَا قَرأتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا .

'তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও তাদের মাঝে একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা (হিজাব) রেখে দিই, যারা পরকাল বিশ্বাস করে না।' (ইসরা ঃ ৪৫)

«واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويا»

'বর্ণনা কর এ কিতাবে উল্লিখিত মারয়ামের কথা যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের নিকট থেকে নিজকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা (হিজাব) করলো। তখন আমি তার নিকট আমার রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো।' (সূরা মারয়াম ঃ ১৬,১৭)

«واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهنّ»

'তোমরা তার পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার (হিজাব) অন্তরাল হতে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।' (আল আহজাব ঃ ৫৩)

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, 'হিজাব' অর্থ দুই অংশের মধ্যে এমন জিনিস দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাতে করে এক অংশ অন্য অংশকে দেখতে না পায় অর্থাৎ এর ফলে দেখা সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যায়। তবে মানুষ যে যে ধরনের পোশাক পরে তাতে এটা সম্ভব নয়, তা যে ধরনের ও যে প্রকারের পোশাক হোক না কেন এবং সে পোশাকে নারীর সমস্ত দেহ ও মুখমণ্ডল পর্যন্ত আবৃত থাকুক না কেন। এ পোশাকের সাহায্যে নারী তার চারপাশের লোকদেরকে দেখা থেকে নিজেকে নিশ্চেষ্ট রাখতে পারবে না এবং নারীদেরকেও দেখা থেকে কোন পুরুষ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারবে না, যদিও কালো কাপড় জড়িয়ে তার মাথা, মুখমণ্ডল ও পা পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়।

হিজাব সম্পর্কে কুরআনের বাণী : فاسئلو هن من وراء الحجاب
'তাদের কাছে চাইবে পর্দার অন্তরাল থেকে।' তা এমন পর্দা যা ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পুরুষের বৈঠক ও নারীর বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

খ. হাদীসের আলোকে হিজাব সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধ

'উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে সৎ ও অসৎ লোকেরা আগমন করে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা পালন করার আদেশ দিতেন! তখন আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন।' (বুখারী)[১]

'আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার নির্দেশ কখন অবতীর্ণ হয় সে সম্পর্কে আমি সবার চেয়ে ভালো জ্ঞান রাখি। রসূল স. যখন যয়নব বিনতে জাহ্‌শ রা.-এর সাথে মিলিত হন, তখন সর্বপ্রথম পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। রসূল স. তাঁর সাথে বিবাহ অনুষ্ঠান করেন। তিনি গোত্রের লোকদেরকে দাওয়াত দেন। খাওয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর সবাই চলে যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু লোক সেখানে অবস্থান করতে থাকে। তাদের এ অবস্থান দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে। পরে নবী করিম স. ওঠেন এবং বের হয়ে যান। আমিও নবী করিমের স. সাথে বের হই যাতে তারা সবাই বের হয়ে যায়। নবী করিম স. চলতে থাকেন, আমিও চলতে থাকি। শেষ পর্যন্ত তিনি আয়েশার রা. কামরার দরজায় আসেন। তখন তিনি ধারণা করেন তারা বের হয়ে গিয়েছে। তারপর ফিরে আসেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসি, এমন কি রসূল স. যখন যয়নব রা.-এর ঘরে প্রবেশ করেন তখনও তারা স্থান ত্যাগ না করে বসে ছিল। তারপর নবী করিম স. ফিরে আসেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত আয়েশা রা.-এর কামরার দরজায় আসেন এবং সন্দেহ করেন হয়তো তারা বের হয়ে গিয়েছে। তারপর নবী করিম স. ফিরে আসেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসি। তখন তারা বের হয়ে গিয়েছিল। নবী করিম স. আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা করে দেন এবং হিজাব সম্পর্কে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।' (বুখারী ও মুসলিম)[২]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমার দুধ সম্পর্কের চাচা আসলেন এবং আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি রসূল স.-কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। এ ঘটনা ঘটেছে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে।[৩] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তুমি আমার সামনে পর্দা করছো, অথচ আমি তো তোমার চাচা? মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তিনি অনুমতি চেয়েছেন তাঁর (হযরত আয়েশার) কাছে এবং হযরত আয়েশা রা. পর্দা করেছেন। তারপর তিনি রসূল স.-কে জানালে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাঁর সাথে পর্দা করো না।' (বুখারী ও মুসলিম)[৪]

একাদশ অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[সহী আল বুখারী থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশগুলো কায়রোর মোস্তফা আল হালাবী ছাপাখানায় মুদ্রিত সহী আল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী থেকে উদ্ধৃত। সহী মুসলিম থেকে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনামের পর উল্লিখিত অংশ ও পৃষ্ঠা ইস্তাম্বুল থেকে মুদ্রিত ইমাম মুসলিমের আল জামেউস সহী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।]

১. আলবানীর হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমা, ৫৩ পৃষ্ঠা। শেখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, হাদীসটি সহী সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ করা হয়নি।

২. এরশাদুল ফুহুল : ৩৬ পৃষ্ঠা।

৩. ফাতহুল বারী : ১৩ খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা।

৪. সহী বুখারী, জুমআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোক বালক বা অন্য যারা জুমায় হাজির হয় না তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন? ৩ খণ্ড, ৩৪পৃষ্ঠা।

৫. সহী বুখারী, হায়েয অধ্যায়, ঋতুবতী নারীর ঈদগাহে মুসলমানদের দোয়ায় উপস্থিত হওয়া, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

৬. সহী বুখারী, কিতাবুল ইতেসাম বিল কিতাব আস সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ : উম্মতের জন্য রসূল স.-এর শিক্ষা, ১৩ খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা।

৭. সহী মুসলিম, কিতাবুল ইতেসাম বির আস সিলাত আল আদব, অনুচ্ছেদ : চতুষ্পদ ও অন্যান্য জন্তুকে ভর্ৎসনা করা নিষিদ্ধ, ৮ খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

৮. সহী মুসলিম, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত পালনের সময় নারীর বাইরে যাওয়া জায়েয, ৪ খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৯. সহী বুখারী, ফারদুল খুমুস অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : মহিলা ও তাদের ক্রীতদাসীদের নিরাপত্তা, ৭ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা।

১০. সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিবাহের উদ্দেশে নারীর চেহারা ও হাতের কব্জি দেখা জায়েয, ৪ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১১. সহী মুসলিম, ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

১২. সহী মুসলিম, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : জানাযার নামায, ৩ খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

১৩. সহী বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : পুরুষের পক্ষে নারীর হজ্জ আদায় করা, ৪ খণ্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা।

১৪. সহী মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : দাসীকে বিবাহের উদ্দেশে মুক্ত করার ফযীলত, ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

১৫. দেখুন, এ কিতাবের প্রথম খণ্ড, ১৪০, ১৪১, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১৬. সহী বুখারী, জানায়েয অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বিপদকালে যে ব্যক্তি দুঃখ প্রকাশ করে না, ৩ খণ্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : আবি তালহা আনসারীর ফযীলত, ৭ খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৭. সহী মুসলিম, সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : অপরিচিতা নারী পেছনে বসা জায়েয, ৭ খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা।

১৮. সহী বুখারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : খায়বরের যুদ্ধ, ৯ খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : জাফর ইবনে আবু তালিবের মর্যাদা, ৭ খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা।

১৯. দেখুন এ কিতাবের প্রথম খণ্ড– ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

- ইসলামী পুনর্গঠন মানেই হচ্ছে আল্লাহর দেয়া পথ-নির্দেশনার সন্ধানে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা। তারপর এ পথ-নির্দেশনাকে সমসাময়িক বাস্তবতার ওপর প্রয়োগ করে আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহর রসূল (স) যথার্থই বলেছেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই প্রতি শত বর্ষের মাথায় দ্বীনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এ উম্মতের জন্য মুজাদ্দিদ পাঠাবেন।

- এখানে পুনর্গঠন বলতে দুই জাহেলিয়াতের সয়লাব থেকে মুসলিম নারীর মুক্তি বুঝানো হয়েছে ঃ একদিকে পুর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসৃতি।

- পুরুষের মুক্তি ছাড়া নারীর মুক্তি সম্পূর্ণ হয়না। অর্থাৎ জীবনের এ ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের জন্য মহানবীর (স) হেদায়াত একই সাথে এসেছে।

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সাধারণ মুসলিম মেয়েরা পর্দার বিধান অনুযায়ী কুরআনের নির্দেশ অনুসারে শরীরের অপরিহার্য অংশ খোলা রেখে প্রয়োজন মতো মসজিদে নামায পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও বাইরের অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

- ফিতনা প্রতিরোধকল্পে মুসলিম নারীকে গৃহাভ্যন্তরে রাখার বিধানটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এর ফলে আল্লাহর হালাল করা অনেক বিষয় তাদের জন্য হারাম হয়ে গেছে এবং সামাজিক কর্মে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।